ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ পৃষ্টে স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী মিন্টু মন্ডল এর মেয়ে ও বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী উর্মি খাতুন বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, উর্মি খাতুন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে খাবার খাইতে বসে এ সময় রুমের ভেতর তাপমাত্রা বেশি থাকায় টেবিল ফ্যান টা ব্যবহার করার জন্য মাল্টিপ্লাগের লাইনটা দিতে গিয়েছিল।

এসময় মাল্টিপ্লাগের তারে উর্মি পা পড়লে তারে লিক থাকায় সে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয় এবং ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।
পরে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু এনপিএল ক্রিকেট লীগের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় স্বল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধু এনপিএল (নাইটিঙ্গেল প্রিমিয়ার লীগ) ক্রিকেট লীগ-২০২১ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এ লীগের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা হায়দার আলী জোয়ার্দ্দার প্যাভিলিয়ন সংলগ্ন পুরাতন স্টেডিয়ামে এ ক্রিকেট লীগের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মো. জাহিদুল ইসলাম।
চুয়াডাঙ্গার নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম

জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল-আমিন, সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি, বঙ্গবন্ধু এন.পি.এল ক্রিকেট লীগের কো- চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান জোয়ার্দ্দার মিজাইল, চুয়াডাঙ্গা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ক্রিকেট একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা মালিক হাসু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাইমেন হাসান জোয়ার্দ্দার অনিক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য নাসির আহাদ জোর্য়াদ্দার ও সাবেক কৃতি ক্রিকেটার সুরেশ কুমার আগরওয়ালা পিন্টু।

উদ্বোধন শেষে ক্রিকেট পিচে ব্যাটিং ও বোলিং করে ক্রিকেট লীগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ।

ব্যাটিং করেন প্রধান অতিথী পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও বোলিং করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। শেষে উদ্বোধনী দু-দলের অধিনায়ককে সাথে নিয়ে টস করে অতিথিগণ খেলার সূচনা করেন।

উদ্বোধনী ম্যাচে শেখ রেহেনা একাদশ ও ফজলে নুর তাপস একাদশের মধ্যেকার ম্যাচ টাই হলে প্রচন্ড গরমের কারনে সুপার ওভার না খেলিয়ে ১-১ পয়েন্ট করে পয়েন্ট ভাগা-ভাগি করা করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ক্রিকেট লীগটি শুরু হলো।

খেলায় যে ৮টি দল অংশ নিচ্ছে তারা হলো শেখ কামাল একদাশ (চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন), শেখ জামাল একাদশ (পুলিশ প্রশাসন), শেখ রাসেল একাদশ (চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব), শেখ আবু নাসের একাদশ (চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড), শেখ সজিব ওয়াজেদ জয় একাদশ (ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভারসিটি), শেখ রেহেনা একাদশ (চুয়াডাঙ্গা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ক্রিকেট একাডেমি), শেখ মনি একাদশ (চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা) ও শেখ ফজলে নুর তাপস একাদশ (চুয়াডাঙ্গা নাইটিঙ্গেল ক্রিকেট একাডেমি)।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জরিমানা

মেহেরপুর (০১-০৪-২১) করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে গণপরিবহনে অর্ধেক যাত্রী বহনের শর্তে ৬০ ভাগ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। বাড়তি ভাড়া আদায় করা হলেও মেহেরপুরের আন্তঃজেলা বাসে যাত্রী বহন করা হচ্ছে গাদাগাদি করে। যাত্রীদের জিম্মি করে ভাড়া আদায়ের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী বাস স্ট্যান্ডে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে চালচলকারী দুটি লোকাল বাসে অভিযান চালিয়ে এক হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
যাত্রীদের অভিযোগ, অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশে বাস যাত্রার মধ্যে জোরপুর্বক অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সতর্কামূলক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা হবে।

মুজিবনগরে জেলা জামায়াতের আমিরসহ ১৩ জন আটক

মুজিবনগরে গোপন বৈঠক করার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খান সহ মোট ১৩ জামায়াত সদস্যকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
বৃহস্প্রতিবার সকাল ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর মাদ্রাসার পাশে ফজলুল হক গাজীর বাড়ি থেকে তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩ টা ককট্রেল বোমা ও অসংখ্য জিহাদী বইসহ ৫ মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
এছাড়া সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সভা করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।
আটকৃতদের মধ্যে রয়েছে জেলা জামায়াতের আমিরসহ ৮ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ মোট ১৩ জন।

আটককৃতরা হলেন,বল্লভপুর মুসলিমপাড়ার মৃত,আবুল হোসেন খানের ছেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খান(৪৮),দারিয়াপুর কাবারীপাড়ার মৃত, সফল উদ্দীনের ছেলে জেলা জামায়াতের সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক জারসিন হুসাইন(৬৭),
গৌরিনগর মসজিদ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে জেলা জামায়াত ইসলামে তালিমুল কুরআন বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান(৬২),
বিশ্বনাথপুর দক্ষিনপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের আমির খানজাহান আলী(৩৫),
বিশ্বনাথপুর মালু পাড়ার মৃত,আমানুল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের সেক্রেটারী খায়রুল বাশার(৪২),
দারিয়াপুর কান্দিপাড়ার চাদ আলীর ছেলে
মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের ইসলাম দাওয়াত বিভাগের সেক্রেটারী ফিরাতুল ইসলাম(৪৫),শিবপুর উত্তরপাড়ার মৃত,ছাবেন উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারী মোশারফ হোসেন(৪৬),
শিবপুর মাদ্রাসা পাড়ার মৃত,কিয়ামুদ্দিন গাজীর ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম শ্রমিক কল্যান বিভাগের সেক্রেটারী ফজলুল হক গাজী।
৫ জন মহিলারা হলেন,বিশ্বনাথপুর গ্রামের খাইরুল বাসারের স্ত্রী সাহেরা খাতুন(৩৮),বিশ্বনাথপুর গ্রামের খানজাহান আলীর স্ত্রী মমতাজ বেগম(৩৫),শিবপু্র গ্রামের আসাদুল হকের স্ত্রী উম্মে হানি(৩৮),
গোপালনগর গ্রামের মোশারফ হোসেন স্ত্রী রোকেয়া খাতুন(৪০),গৌরিনগর মসজিদপাড়ার মশিউর রহমানের স্ত্রী সেলিনা আক্তার(৪৫)।
মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাসেম জানান,শিবপুর গ্রামের ফজলুল হক ফজু গাজির বাড়িতে গোপন সভা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। সেখান থেকে বাড়ির মালিকসহ ১৩ জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে জামায়াতের ৫ জন নারী কর্মীও রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ৩টি ককটেল, বিপুল সংখ্যক জিহাদী বই ও ৫টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করে জব্দ দেখানো হয়েছে। আটক ১৩ নেতাকর্মীর নামে মামলা দেয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় অপহৃত শিশু উদ্ধার-

পুলিশের প্রেস ব্রিফিং

আলমডাঙ্গায় শ্বাসরুদ্ধ অভিযান চালিয়ে ৮ ঘন্টার মাথায় অপহরণের শিকার শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টার দিকে থানা চত্তরের চুয়াডাঙ্গার এডিশনাল এসপি জাহাঙ্গীর আলম প্রেস ব্রিফিং করেন।

আনুষ্ঠানিক ভাবে অপহৃত শিশুকে তার পিতার নিকট হস্তান্তর করে পুলিশ। পুলিশ অপহরণের ঘটনায় ৫ জন আসামিকে আটক করেছে।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার কলেজ পাড়ায় বুধবার (৩১ মার্চ) বিকেলে বাড়ির সামনে খেলার সময় শিশুটিকে কৌশলে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায় অপহরণকারীরা।

রাতে শিশুটির বাবার কাছে মোবাইল ফোনে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ওই রাতেই শিশুর বাবা আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করে এসময় অপহরণের সাথে সম্পৃক্ত ৫ জনকে আটক করে।

দামুড়হুদার প্রায় কোটি টাকা মূল্যের রাস্তা উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু বলেছেন, হাজার বছরের শেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যার যোগ্য নেতৃত্ব যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল সোনার বাংলাদেশে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে।
দেশ আজ সফলতা প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। দেশ স্বল্পোন্নত

দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা, বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সাহসী নেতৃত্ব অবদানের ফসল আজকের উন্নয়নশীল বাংলাদেশ। দেশকে আগামীতে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ। আজ দেশের প্রত্যেক সেক্টরে অভাবনীয় উন্নয়ন সারাবিশ্বের দরবারে এখন বাংলাদেশ মডেল হিসেবে পরিচিত।
গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৭ টাকা ব্যায়ের চেইনেজ- ০০-১০৯৪ মিটারের রাস্তা উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন কালে এ কথাগুলো বলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নতিপোতা ইউনিয়ন আ. লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য জাফর আলী, ওয়ার্ড আ. লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, আশাদুল হক, আঃ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, মোকলেছুর রহমান, শাহিন আক্তার, শাহাবুদ্দিন, ইউপি সদস্য মফিজুর রহমান, মতিয়ার রহমান মতি, নজরুল ইসলাম, ইকতিয়ার হোসেন, বাবুল হোসেন, আ. লীগ নেতা, হাজী নাসির উদ্দিন, রবিউল, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর-মদনা বাজারে বেকারী মালিকের জরিমানা

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বেকারী মালিক ইসমাইল হোসেন (কটা) কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার বিকাল তিন ঘটিকার সময় উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
এ সময় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাবার তৈরী না করায়, খাবারের প্যাকেটে এক্সপায়ার ডেট উল্লেখ না থাকায় এবং লাইসেন্সবিহীন অবস্থায় ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে বেকারী মালিক ইসমাইল হোসেন (কটা) কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব দিলারা রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতায় ছিলেন, পেশকার জিহন আলী, দর্শনা থানা পুলিশের একটি চৌকষ টিম।

আলমডাঙ্গায় ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্র লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে বন্ডবিল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ নেতা লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক আলাল উদ্দিন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্র লীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, পৌর ছাত্র লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নাহিদ হাসান তমাল, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, সাবেক উপজেলা ছাত্র লীগের আহবায়ক সোহেল রানা শাহিন, রকি, শাকিব, অটল, সজিব, টিটন, সৈকত, হাসান, বাদশা, আশরাফুল, মুস্তাকিন, শিহাব, সোহেব, তাহমিন, রিওন, হাফিজুল, হাবিবুর, জুবায়ের, আলমঙ্গীর, রনি, টোকন, রাজন, রকি, দীনু রাব্বি, মুন্না, মনির, শিলন, শান্ত, রুবেল, রোমাত, সাহাবুল, সাজিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে হু হু করে বাড়ছে

করোনা

মেহেরপুরে আবারও বেপোরোয়া করোনা। কয়েক মাস সাইলেন্ট থাকার পর যেন আবারও নবরুপে ভয়ঙ্কর হচ্ছে কোভিড-১৯। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২ সপ্তাহে শনাক্ত হয়েছে ৪৫জন করোনা রোগী।
যেখানে জানুয়ারিতে ছিল ১৫ জন, ফেব্রয়ারিতে ছিল মাত্র ১ জন তারপর থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত ছিল শূণ্য।
জেলা সিভিল সার্জন অফিসের তথ্য মতে গত ১৩ মার্চ থেকে এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। এদের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮ জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৩১ জন। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদরে ২৩ জন ও গাংনীতে ৮ জন। গত বছর ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে জেলায় প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। এর পর থেকে এপর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮০৯ জন। এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন, সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭’শ জন ও অন্যত্র চলে গেছে ৬১ জন।
সারাদেশের তুলনায় মেহেরপুরের করোনার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে স্বাস্থ্যবিভাগ, পুলিশ, জেলা প্রসাশন। জনচলাচল সীমিত করার পাশাপাশি মাস্ক ব্যাবহার নিশ্চিতে কঠোর হচ্ছে প্রশাসন। সাথে কাজ করছে জেলা পুলিশের একাধিক দল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ফের মাইকিং করেছে শুরু করেছে পৌরসভাও। ভ্যাকসিন কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।
মেহেরপুরে এ পর্যন্ত ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে ১৭ হাজার ৩’শ ৩৩ জন এবং রেজিস্ট্রেশন করেছে ২২ হাজারের উপরে। মেহেরপুরে টিকা এসেছে ১৯ হাজার ডোজ। বাকিগুলো ও দ্বিতীয় ডোজ টিকা কবে নাগাদ আসবে সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই সিভিল সার্জন অফিসে।
এদিকে, দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুনরায় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব অফিস ও কারখানা অর্ধেক জনবল দ্বারা পরিচালনা, উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, জনসমাগম সীমিত করা, গণপরিবহনে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী পরিবহনসহ ১৮ দফা নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল। ২৪ ঘন্টা নিরবিছিন্ন অক্সিজেন সরবারাহের জন্য নতুন করে অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে ৩টি ভেন্টিলেটর।
করোনার যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে

রেখেছি উল্লেখ করে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে অলাদা ওয়ার্ড করা হয়েছে। আমরা সার্বক্ষনিক করোনা আক্রান্তদের শতভাগ চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি।
মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, হঠাৎ করেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের সবাইকে করোনা প্রতিরোধে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। টিকা এসেছে বলে আত্মতুষ্টিতে ভোগা যাবে না। করোনা মহামারি প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।
করোনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের কর্মকান্ড নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম বলেন, করোনার শুরু থেকেই প্রতিরোধে কাজ করছে পুলিশ। পুলিশ সুপারের নির্দেশে সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে পুলিশের একাধিক দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। মাস্ক বিতরণ, জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণকে তাগাদা দিচ্ছে।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, করোনা প্রতিরোধে আবারও আমরা জনসচেতনতার ওপর জোর দিচ্ছি। ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে জেলা প্রশাসনের একাধিক টিম। সেই সাথে জনসাধারণকে নিজে থেকেই সচেতন হতে হবে, পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে গণমাধ্যমকর্মীরা আগে যেভাবে সহযোগীতা করেছে এবারো তাদের সহযোগীতা নিয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবো।
করোনার এমন পরিস্থিতিতে সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করাটাও এখন বড় চেলেঞ্জ। নতুন করে সব কিছু সীমিত করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বাসে যাত্রি অর্ধেক করা, জনসমাবেশ নিষিদ্ধ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্ধেক জনবল ইত্যাদি পুনরায় চালু করা যেন প্রশাসন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য কঠিন।
সরকারি ১৮টি নির্দেশনাগুলো হলো:
১. সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ যেকোনো উপলক্ষে জনসমাগম সীমিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে উচ্চ সংক্রমণ এলাকায় জনসমাগম নিষিদ্ধ থাকবে।
২. মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।
৩. পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র, সিনেমা হল, থিয়েটার হলে জনসমাগম সীমিত করতে হবে এবং সব ধরনের মেলা আয়োজন নিরুৎসাহিত করা হবে।
৪. গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং ধারণক্ষমতার

অর্ধেকের বেশি যাত্রী পরিবহন করা যাবে না।
৫. সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আন্তজেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধ করতে হবে।
৬. বিদেশফেরত যাত্রীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে।
৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খোলা ও উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বেচাকেনা করতে হবে।
৮. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
৯. শপিং মলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
১০. দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।
১১. অপ্রয়োজনে রাত ১০টার পর ঘর থেকে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
১২. প্রয়োজনে বাইরে গেলে স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মানতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাস্ক না পরলে বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১৩. করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বা করোনার লক্ষণ রয়েছে এমন ব্যক্তির আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা অন্যদের কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব সরকারি-বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা ৫০ শতাংশ লোকবল দিয়ে পরিচালনা করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা, অসুস্থ, ৫৫ বছরের অধিক বয়সী ব্যক্তিদের বাসায় থেকে কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৫. সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা যথাসম্ভব অনলাইনে আয়োজন করতে হবে।
১৬. সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যেকোনো ধরনের গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
১৭. হোটেল, রেস্তোরাঁয় ধারণক্ষমতার অর্ধেক মানুষ প্রবেশ করতে পারবে।
১৮. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবস্থানের পুরোটা সময়ই বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরাসহ সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।